প্রথম আলো

তারিখ 17 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে 'মিথ্যা মামলায়' জড়িয়েছে পুলিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ●

ঢাকার অদূরে সাভারে নিজ বাড়ির পাশে বন্ধুদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাঈম আল নোমান। সেখান থেকে সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শরীফুল ইসলাম তাঁকে আটক করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসআই শরীফুল *প্রথম আলো*কে বলেন, নোমান বিয়ারের ব্যবসা করেন এমন তথ্যের ভিত্তিতেই বিয়ারের দুটি ক্যানসহ তাঁকে আটক করা হয়। পরে আবার তিনি বলেন, তাঁর (নোমান) মুঠোফোনে আপত্তিকর ছবি পাওয়া যায়।

অথচ পরে নোমানকে আদালতে পাঠানো হয় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে। স্বজনদের দাবি, তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। নোমানের বাড়ি সাভার পৌর এলাকার আড়াপড়া মহল্লায়। তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আমেরিকান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএর ছাত্র। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

নোমানের চাচা নাজমুল কায়েস বলেন, নোমান গত রোববার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলেন। সেখান থেকে এসআই শরীফুল আটকের পর তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যান। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি (শরীফুল) মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। টাকা না দেওয়ায় তাঁর ভাতিজাকে গত বছরের ১১ নভেম্বর সাভার মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে নোমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

নোমানের কাছ থেকে বিয়ার উদ্ধার ও তাঁর মুঠোফোনে আপত্তিকর ছবি পাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে সেসব অভিযোগ না এনে তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখানো প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এসআই শরীফুল বলেন, মুঠোফোনে আপত্তিকর ছবি পাওয়ার কারণে তাঁকে ওই মামলায় জড়ানো হয়েছে। আর টাকা দাবির অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

ওসি মো. কামরুজ্জামান বলেন, জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েই তাকে আটক করা হয়।